R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
৫ই জুন, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

মির্জাপুর ডি পি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও করণিক নিয়োগ নিয়ে জটিলতা, কার্যকরী কমিটির বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও করণিক পদে নিয়োগ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। করণিক পোষ্টটি ডাই-ইন-হারনেস গ্রুপের। এই স্কুলের ফিলজফির শিক্ষক অবসর নেওয়ার পর তৎকালীন কমিটির নির্দেশে সাময়িকভাবে ফিলজফি পড়ানোর ভার দেওয়া হয় স্থানীয় এক স্নাতক রাজকুমার ভট্টাচার্য্যকে। সেই রাজকুমার করণিক পদে ডাই-ইন-হারনেস গ্রুপের প্রার্থী হিসেবে নিজের দাবী পেশ করেছেন। দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জানান তাঁকে কমিটি ফিলজফির টিচার কাম ক্লার্ক হিসেবে সাময়িকভাবে নিয়োগপত্র দেয়। গত ২৭ মে মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্য্যালয় থেকে বিদ্যালয়ের খাতাপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় কমিটির সিদ্ধান্তর সঙ্গে রাজকুমারকে দেওয়া সাময়িক নিয়োগপত্রের কোন মিল নেই। অপরদিকে ফিলজফির জন্য স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে যে নামগুলো পাঠান হয়, তাঁদের একজনের নাম রঞ্জিতকুমার সরকার, শ্রীকান্তবাটী, রঘুনাথগঞ্জ, কিন্তু ইন্টারভ্যু চিঠিতে ভুলক্রমে সুকান্তপল্লী লেখা থাকায় চিঠিটি বিলি না হয়ে স্কুলে ফেরৎ আসে। রঞ্জিতবাবু এ ব্যাপারে জেলা স্কুল পরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে সুযোগ দিতে লিখিত আবেদন জানান। তা না করা হলে তিনি আদলতের শরণাপন্ন হবেন বলে হুমকীও দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির তৈরী প্যানেল যা স্কুল পরিদর্শক অফিসে মঞ্জুরীর জন্য পাঠান হয়েছে তা এখনও মঞ্জুর হয়ে আসেনি। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হাসপাতালের ঘটনায় সিপিএমের কাছে অপদার্থ আখ্যা পেল পুলিশ প্রশাসন

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ২৪ মে স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালে ব্যবহার্য্য ওষুধপত্র পাচার ও সরকারী নিয়ম লঙ্ঘন করার অভিযোগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সিপিএম যেভাবে সোচ্চার হয়েছিল সেই আন্দোলনের গতি ভিন্নমুখী হওয়ায় সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য মূলতঃ মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসককেই দায়ী করলেন। গত ৩ জুন পার্টি অফিসে মৃগাঙ্কবাবু তাঁদের অভিযোগের মূল বিষয়গুলি আমাদের প্রতিনিধির কাছে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন আমাদের ছ'জন কর্মীর স্বাক্ষর সম্বলিত যে অভিযোগপত্রটি আমরা স্থানীয় থানায় জমা দিই তাতে হাসপাতালের অব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের সঙ্গে ব্যবহার্য মাল পাচারের সন্দেহ ও সেই মালের বিরুদ্ধে সরকারী কোষাগারে নিয়মমাফিক অর্থ জমা না পড়ার কথাই উল্লেখ ছিল। সেই ব্যাপারে তদন্তসাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবী জানানো হয়েছিল। প্রথম অভিযোগটির সন্দেহ নিরসন হলেও সরকারী কোষাগারে আইনানুগ পদ্ধতিতে টাকা জমা না পড়ার অভিযোগের বিষয়টিতে পুলিশ ও প্রশাসন কর্ণপাত না করায় মৃগাঙ্কবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সি এম ও এইচের অর্ডার (সি এম-ই এস টি টি-এম এস ডি নং ১৬৩৮ তাং ৮/৪/৯৬) দেখিয়ে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাস ধর্মঘট মিটে গেল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১ জুন থেকে যে বাস ধর্মঘট চলছিল তা গত ৪ জুন মিটে গেল। খবর গত ৩০ মে রঘুনাথগঞ্জ ফরাক্কা রুটে ডাব্লু জি কিউ ১৩৬৪ 'মুসাফির' যাত্রী বাসটিকে রতনপুরের একটি ক্লাবের কিছু সভ্য পুরাতন ডাকবাংলো দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জোর করলে বাস কর্মীদের সঙ্গে বচসা বাধে। বাসটি ওই দিক দিয়ে যেতে রাজী হয় না। তখন ক্লাবের ছেলেরা বাসটি ভাঙচুর করে। এরই প্রতিবাদে বাস মালিকরা ১ জুন থেকে জেলা-ব্যাপী বাস ধর্মঘট শুরু করেন। পুলিশ দশজনের মধ্যে ২ জনকে গ্রেপ্তার করে পরে থানা থেকে জামিন দিয়ে দেয় বাকী আটজন জঙ্গিপুর কোর্ট থেকে জামিন নেয়। গত ৩ জুন বহরমপুরে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধানে ব্যারেজ স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ঘেরাও

ফরাক্কা ঃ স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়টি ব্যারেজ কর্মীদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুবিধার্থে খোলা হলেও বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল তাঁদের বঞ্চিত করে বহিরাগত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করায় এবং শিক্ষকের অভাব দেখিয়ে একটি মাত্র সেকসন চালু করায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানা যায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্র পরিষদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে জানান ৬ জন শিক্ষক অবসর নেওয়ায় প্রথম শ্রেণীতে একটির বেশী সেকসন চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ছাত্রের আসন সংখ্যা কমাতে হয়েছে। ঐই অবস্থায় এ বছর (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

॥ পালাবদল ॥

কেন্দ্রে সরকারের পালাবদল হইয়া গেল। এখন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা তখত তাউসে। ১২/১৩ দিন শাসনক্ষমতায় থাকিয়া বিজেপি-র কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বিদায় লইয়াছে। আস্থা প্রস্তাবের উপর ভো টা ভু টি হইবার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যেরা পদত্যাগ করেন।

রাষ্ট্রপতি বিজেপি-র সাংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় শ্রীবাজপেয়ীকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তদনুযায়ী বিজেপি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শাসনক্ষমতায় আসে। সংসদে এই দলকে ৩১ মে-র মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেওয়ার কথা রাষ্ট্রপতি বলিয়াছিলেন। গত ২৭ ও ২৮ মে বিজেপি সংসদে যে আস্থা ভোট চাহিয়াছিল, তাহার উপর বিতর্ক চলিতে থাকে। কিন্তু আস্থা ভোট যাচাই করিবার কোন সুযোগ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী না দিয়াই তাঁহার মন্ত্রিসভার পদ-ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপতি সে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। ইহার পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের দাবীদার থাকায় দলের নেতা শ্রীদেবগৌড়া প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এবং আরও কিছু সদস্য মন্ত্রীত্বের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

এখন কেন্দ্রে যে যুক্তফ্রন্ট শাসনক্ষমতায় আসিয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি দল বিদ্যমান। অবশ্য এই যুক্তফ্রন্টকে ১২ই জুনের মধ্যে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হইবে। তবে আশা করা যাইতেছে যে, যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে পারিবে। মন্ত্রিসভায় অংশ না লইয়াও সিপিএম, কংগ্রেস এবং অন্য আঞ্চলিক দলের পক্ষ হইতে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন জানান হইতে পারে।

কেন্দ্র হইতে বিজেপি-কে হঠাইবার জন্য আর সব দল এককাট্টা হইয়াছিল। সংসদে আস্থাভোটে তাহাকে পরাজিত করিয়া যে উল্লাস-বাসনা ছিল, তাহা পূরণ হয় নাই। অর্থাৎ বিজেপি মন্ত্রিসভা সে সুযোগ দেয় নাই; তৎপূর্বেই পদত্যাগ করিয়াছিল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন দল মন্ত্রীত্ব লাভের ব্যাপারে যেরূপ লবিং চালাইতেছে, তাহাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী এইচ ডি দেবগৌড়া যে খুব একটা স্বস্তিতে থাকিবেন না, তাহা অনেকেই মনে করেন। আর তাহা যদি হয়, তবে রাষ্ট্র পরিচালনার কার্য অবশ্যই ব্যাহত হইবে।

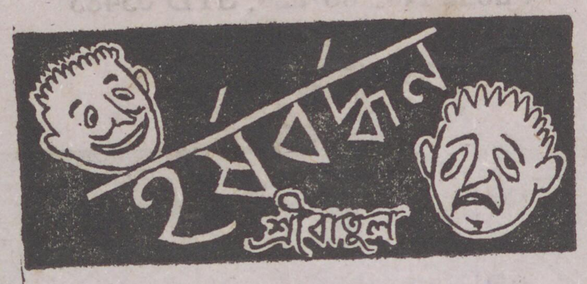

ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থাকে কটাক্ষ করে কিছুদিন আগে ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত রিয়াজ খোকার যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতে সর্বত্র ক্ষোভ দেখা দেয় বলে খবর।

—খোকার-বাক্যে রাগ করে?

* *

কেন্দ্রে হ্যাং-পার্লামেন্ট সম্বন্ধে শ্রীবাতুলের মন্তব্য জানতে চেয়েছেন জনৈক শ্রীবাতুলানুরাগী।

—রাং-ঝাল আর হ্যাং-সংসদ একই পর্যায়ে পড়ে। প্রথমটা আগুনে পয়মাল, দ্বিতীয়টা মতান্তরে বেসামাল।

* *

আস্থাভোট যাচাইয়ের পূর্বেই বিজেপি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

আপশোষের কথা এই যে, এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধান্দাবাজির রাজনীতি। স্বস্বার্থ পূরণ না হইলে অনেকেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন না; ক্ষোভ প্রকাশ করিতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মন্ত্রীত্ব না পাইয়া অনেকেই ক্ষুব্ধ; আবার মন্ত্রীত্ব পাওয়ার জন্য কাজিয়ার কথাও শুনা গিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস ও সিপিএম দলকে মন্ত্রিসভায় অংশ লইতে চেষ্টা করিতেছেন। লক্ষ্য: যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ভিত্তি সুদৃঢ় করা।

বিজেপি দল কতটা সাম্প্রদায়িক, আর কতটাইবা দেশশাসনের জন্য প্রতিশ্রুতিমত (নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নয়, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ-মাফিক প্রতিশ্রুতি) কাজ করিতে পারিবে, তাহার যাচাইয়ের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। অবিজেপি বিরোধী দলগুলি সুযোগ দেয় নাই। উপরন্তু তাহাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি সংসদের যৌথ অধিবেশনে যে ভাষণ দেন, যাহা বিজেপি মন্ত্রিসভার রচনা, তাহাতে গো-হত্যা নিবারণের উল্লেখ থাকায় প্রবল আপত্তি উঠিল। কিন্তু হয়ত সকলেই সংবিধানের ৪৮ ধারায় গো-হত্যা নিষেধ সংক্রান্ত যাহা রহিয়াছে, তাহা স্মরণে রাখেন নাই।

যাহা হউক, এখন বিজেপি দল সরিয়া গিয়াছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াছে। অতঃপর আস্থাভোট এই মন্ত্রিসভা লাভ করিবে। সুতরাং কেন্দ্রে একটি স্থিতিশীল সরকার স্থাপিত হউক, দেশশাসনের অনিশ্চয়তা দূর হউক, দেবগৌড়া সরকারকে অভিনন্দিত করিয়া আমরা সুদিনের প্রত্যাশায় দিন গণিতেছি।

রাজ্য ও জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ইছাখালি পরিদর্শন

জঙ্গিপুর: সাধারণ নির্বাচনের দিন ভোট দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের ইছাখালি গ্রামের ফরমুজ অলী ও রসিদ সেখ সিপিএম সমর্থকদের হাতে খুন হন। পরে আলাউদ্দিনের বাড়ী ঘরও লুট হয়। গ্রামে রীতিমত সন্ত্রাসের হাওয়া বইতে থাকে। পুলিশ ক্যাম্পের সামনেই এই ঘটনা ঘটে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ মে ঐ গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত ও নিহতদের পরিবারের অবস্থা সরজমিনে পরিদর্শন করতে কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক শিবাজী সিং, বিধায়ক তারাপদ রায়, জেলা কংগ্রেস সভাপতি কান্দীর বিধায়ক অতীশ সিংহ ও আলী হোসেন মণ্ডল ইছাখালি আসেন। তারা ঐ সব পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান ও প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন। জানা যায় রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের নির্দেশ মতই তাঁরা উপদ্রুত এলাকা-গুলো পর্যবেক্ষণ করছেন। ইছাখালির অবস্থা দেখার পর তাঁরা ভগবানগোলার দিকে রওনা হন।

প্রায় দেড় লক্ষ টাকার রেশম সুতো উদ্ধার

ফরাক্কা: গত ২৮ মে এই থানার সমসপুর গ্রাম থেকে পুলিশ প্রায় দেড় লক্ষ টাকার রেশম সুতো উদ্ধার করে। গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে এই থানার পুলিশ রাতে হান্নান সেখের বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে বেআইনী দেড় লক্ষ টাকার রেশম সুতো উদ্ধার করে। তবে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

—বিজেপি বিরোধী দলগুলি মুখিয়ে ছিল; কিন্তু অটলবিহারী বাজপেয়ী সে গুড়ে বালি দিলেন।

* *

দেবগৌড়া মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করেছে। —পালা বদলের পালা!

* *

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে দপ্তর বন্টন নিয়ে কাজিয়া আরম্ভ হয়েছিল বলে খবর।

—এক উঠোন, বারো ঘর; হবেইত তা।

* *

সিপিআই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

—সিপিএম দল অবশ্যই প্রীত হচ্ছে না।

* *

কংগ্রেসকে সরকারে যোগদান করাবার জন্যে প্রধানমন্ত্রী নাকি শারদ পাওয়ারের মদত চেয়েছেন বলে খবর।

—মন্ত্রিসভাকে পাওয়ারফুল করার প্রয়াস।

জঙ্গিপুর মহকুমার পাঁচ কেন্দ্রের নির্বাচনী সমীক্ষা

রাজনৈতিক পর্যাবেক্ষক : এবারের সাধারণ নির্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা, সুতী বিধানসভা কেন্দ্রে বাম বিপর্যয় ছিল একরকম অকল্পনীয়। ফরাক্কা কেন্দ্র যেমন সিপিএমের এক লালদুর্গ বলে পরিচিত হয়ে উঠেছিল, তেমনি সুতী কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল আরএসপির এক শক্ত ঘাঁটি। অপর কেন্দ্রগুলি অরঙ্গাবাদ, জঙ্গিপুর ও সাগরদীঘি বরাবরই একবার এদিকে, এবার অন্যদিকে ঘোরাফেরা করেছে। তবু এবারে সকলের ধারণা হয়েছিল জঙ্গিপুর মহকুমার ৫টি বিধানসভা ও লোকসভাকেন্দ্র থেকে সিপিএম তথা বামকে হঠানো অসম্ভব এক কাজ। এবারে নির্বাচন পূর্ব সমীক্ষাই আমরাও বলেছিলাম 'কংগ্রেস রুখে দাঁড়াতে পারলে অরঙ্গাবাদ আর সাগরদীঘিতে জেতার আশা প্রবল।' কিন্তু কখনও ভাবিনী ফরাক্কা কেন্দ্র কংগ্রেসের হাতে চলে যাবে। তবু এবার শুধু লালদুর্গ ফরাক্কা বেদখই হয়নি, একবারে বিধ্বস্ত হয়ে ৯ হাজার ভোটের ব্যবধানে চলে গিয়েছে আবুল হাসনাতের মত অভিজ্ঞ বিধায়কের হাত থেকে কংগ্রেসের হাতে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে আবুল হাসনাতের জনসংযোগ ত্যাগ করে মালিকদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা। শুধু তাই নয় হাসনাৎ হয়ে পড়েছিলেন আত্মম্ভরী। মালিকদের হাতে রাখতে গিয়ে তিনি শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী বেশ কিছু কাজে মালিকদেরই সহায়ক হয়ে পড়েছিলেন। তার উপর ধুলিয়ান ও ফরাক্কার প্রধান সমস্যা ভাঙ্গনের সময় তিনি তেমন কোন কাজে অংশ নেননি। বরং সেক্ষেত্রে বিজয়ী মাইনুল হক ত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করে সকলের আস্থাভাজন হয়ে পড়েন। আবুল হাসনাতের পরাজয়ের আরও এক কারণ হলো সত্যকারের কর্মীদের চেয়ে তিনি প্রশ্রয় দেন ধান্দাবাজ, সুবিধাবাদী কমরেড নামধারীদের। যার ফলে তাঁর নির্বাচনে সৎ কর্মীরা একরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। এর উপর নির্বাচনের মুখে ইউসুফ হোসেন ফঃ ব্লক ত্যাগ করে সিপিএমে যোগ দেওয়ায় ফঃ ব্লকের বিরোধীতার মুখে পড়তে হয় হাসনাৎকে। বিজেপি যে এবার কিছুটা কট্টর বাম বিরোধীতার ফলে কংগ্রেস বিরোধীতার দিকে তেমন নজর দেয়নি এ কথাও কিছুটা সত্য। এর ফলে বিজেপির বহু ভোট ও বামের প্রতি অসন্তুষ্টি রূপ ভোট গিয়েছে কংগ্রেসের পক্ষে। ঠিক এই সবই কাজ করেছে অরঙ্গাবাদে। সিপিএমের বিধায়ক তোয়াব আলী একজন দরদী সত্যকারের সংগঠক হয়েও তিনি সঠিক বিধায়কের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন। তিনি পরিচালিত হন ধুলিয়ানের চিত্ত সরকারের নির্দেশের উপর। চিত্ত সরকার সমসেরগঞ্জ অঞ্চলের মানুষের কাছে খুব প্রিয় কমরেড নন্। তার উপর বাম-ফ্রন্টের আমলে কয়েক বছরে চিত্ত সরকার যেভাবে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য এনেছেন তাতে তাঁর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। সঙ্গে দলের মাথামাখি বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারই প্রতি-বাদ ফেটে পড়ে ভোট বাক্সে। ফলে অথর্ব হুমায়ুন রেজা জিতে গেলেন তরুণ সৎ কর্মী তোয়াব আলীকে হারিয়ে। সুতী ও জঙ্গিপুরে আরএসপি প্রার্থীদের পরাজয়ের প্রধানতম কারণ ঐ দুই প্রার্থী শীষমহম্মদ ও আবদুল হকের মাত্রাতিরিক্ত সিপিএম নির্ভরতা। এই নির্ভরতার ফলে তাঁরা স্থানীয় দলীয় কর্মীদের বৃহৎ অংশের সমর্থন খুইয়ে বসেন। প্রার্থী নির্বাচনের সময় সুতী লোকাল কমিটি চেয়েছিলেন এই এলাকার আরএসপি নেতা ও প্রাক্তন জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি নিজামুদ্দিনকে এবং রঘুনাথগঞ্জে আবদুল হকের বদলে আসরাফউদ্দিনকে। কিন্তু রাজ্য কমিটি সিপিএম সমর্থন হারানোর ভয়ে লোকাল কমিটির কথা না শুনে পুরানো প্রার্থীদেরই নির্বাচন করেন। তার ফলে নিজামুদ্দিন ও আরএসপির বৃহৎ একটি অংশ একরূপ নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। এর উপর ফঃ ব্লক ছায়া ঘোষের বদলা নিতে সিপিএম বিরোধীতা করতে শুরু করায় তারাও এদের বিরুদ্ধে জনমতকে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়তে উৎসাহ দেন। আরোও এক কারণ তার সঙ্গে যুক্ত হয়—সেটা বিজেপিকে রোখার তাগিদে অহিন্দু বৃহৎ সংখ্যক ভোটারের কংগ্রেস সমর্থন। তবুও এই দুই প্রার্থীর ব্যক্তিগত প্রভাব খুব বেশী থাকায় তাঁরা খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। সাগরদীঘি কেন্দ্রেও কংগ্রেসের এই সব কারণেই জয়ী হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তা না হওয়ার কারণ কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্য। বিধানসভাতে নৃসিংহ মণ্ডলকে হারাতে একটি পক্ষ তৎপর হয়ে ওঠেন। তার প্রমাণ ফুটে উঠে লোকসভার কংগ্রেস প্রার্থী ইদ্রিশ আলীর ও বিধানসভায় নৃসিংহ মণ্ডলের ভোটের ব্যবধান থেকে। দেখা যায় লোক-সভার ক্ষেত্রে সাগরদীঘিতে কংগ্রেসের ইদ্রিস আলি যত ভোট পেয়েছেন তার চেয়ে অনেক কম ভোট পেয়েছেন বিধানসভায় নৃসিংহ মণ্ডল। এ ঘটনা ঘটে কেমন করে তা কংগ্রেস নিজেই বুঝতে পারছে না। যুব-কংগ্রেসের গরিষ্ঠ অংশ যাঁরা এক রকম জোর করেই রামকুমার ভকতকে নমিনেশন তুলে নিতে বাধ্য করেছিলেন নৃসিংহর পক্ষে তাঁরা

ফঃ ব্লকের অফিস বাড়ীটি নিয়ে নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে

ধুলিয়ান : সম্প্রতি ইউসুফ হোসেন ফঃ ব্লক ছেড়ে সিপিএমে যোগ দেওয়ার পর অফিস ঘরটি নিজ দখলে রাখেন। এটি তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলে দাবী করে অফিস ঘর ফঃ ব্লককে ছেড়ে দেন না। খবর বর্তমানে পুরসভা সিপিএমের দখলে থাকায় ১৮৭৫/৪৩৭৮ দাগের পুর হোল্ডিং নং ১৩৯ এর এই বাড়ীটি পুরসভা থেকে ইউসুফের স্ত্রীর নামে দেখিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বাড়ীর প্রকৃত মালিক সম্বন্ধে কাঞ্চনতলা জমিদারদের বড় তরফের সুভাষ রায় জানান বাড়ীটি তাঁর ঠাকুরমা প্রয়াতা শিখরবাসিনী রায়ের এবং ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এই হোল্ডিং এর পুর খাজনা ঐ নামেই মেটানো আছে। এবং সেই সূত্রে তিনিই এই বাড়ীর প্রকৃত মালিক বলে দাবী করেন। ফঃ ব্লক, ইউসুফ হোসেন এবং সুভাষ রায় এই তিন দাবীদার হয়তো খুব শীঘ্রই এই নিয়ে আইনী সংঘর্ষে নামবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

রাজীব গান্ধীর মৃত্যু দিবস স্মরণে

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ মে স্থানীয় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যু দিবস স্মরণে শ্রীমা সমিতির নেতৃত্বে এক সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বিজয় মুখার্জী, অমল হালদার প্রমুখ।

মনে করছেন এর ভিতর রামকুমার ভকত ও তাঁর সমর্থকদের হাত রয়েছে। তাঁরাই নৃসিংহ মণ্ডলকে হারাবার জন্য গোপন প্রচার চালিয়ে লোকসভায় কংগ্রেসকে ও বিধানসভায় নৃসিংহ মণ্ডল ছাড়া যাকে খুশি ভোট দেওয়ায় মদত জুগিয়েছেন। এর ফলেই নৃসিংহবাবুর শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। রামকুমার কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষিত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে যুব কংগ্রেসের একটি গরিষ্ঠ অংশ নৃসিংহকে নমিনেশন দাখিল করান ও উপরে চাপ সৃষ্টি করে রামকুমারকে সরে যেতে বাধ্য করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রামকুমার গোটা ভোট যুদ্ধ থেকে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে গা ঢাকা দেন বলে যুব কংগ্রেসের অভিযোগ। এ ছাড়া সাগরদীঘির কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অপূর্ব মুখার্জী, সম্পাদক নুরুল হোদা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম মুখার্জী এবং মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আলি সাহেবও নাকি নৃসিংহ বিরোধিতায় গোপন মদত দিয়েছেন। সাগরদীঘির মানুষের ধারণা নৃসিংহ মণ্ডল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলেই পরাজিত হয়েছেন।

বাস ধর্মঘট মিটে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

অতিরিক্ত জেলা শাসক তাঁর চেম্বারে মালিক পক্ষের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি বাস চলাচলে নিরাপত্তার জন্য ধুলিয়ান পুরানো ডাকবাংলোয়, বাইপাস রোডে মাদ্রাসার কাছে এবং জিগরীর মোড়ে মোট তিনটি পুলিশ পিকেট বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরও জানান যে সব বাসের বাইপাস দিয়ে যাবার পারমিট আছে তাদের পুরানো ডাকবাংলো দিয়ে যেতে হবে না। এছাড়াও এরকম সমস্যা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তার স্থায়ী উপায় বার করতে আগামী ১০ জুন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের চেম্বারে মহকুমা শাসক, সংশ্লিষ্ট বিডিও, পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে এক বৈঠকে বসবেন অতিরিক্ত জেলা শাসকের এই প্রতিশ্রুতির পর বাস মালিকেরা বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন।

বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ছাড়া বর্তমান স্কুল কমিটির বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কেননা মনোনীত পঞ্চায়েত সদস্যের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি প্রথম ধুর্জটিনন্দন ব্যানার্জীর নাম জানিয়ে ধুর্জটিবাবু ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেন। তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত চিঠিও রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গত ১৬ অক্টোবর পান। কিন্তু হঠাৎ কোন কারণ না দেখিয়ে বা ধূর্জটিবাবুর অস্বীকৃতি বা পদত্যাগপত্র না পেয়েও পঞ্চায়েত সমিতি দ্বিতীয় চিঠি দিয়ে ধূর্জটিবাবুর অনুমোদন খারিজ করে জগদ্বিন্দু সান্যালকে মনোনীত সদস্য বলে কমিটিকে জানিয়ে দেন ও সেই অনুযায়ী স্কুল কমিটি জগদ্বিন্দুবাবুকে গ্রহণও করে নেন। কিন্তু নিয়মানুযায়ী একবার কোন ব্যক্তি নমিনী নিযুক্ত হলে তিনি অস্বীকৃত কিংবা পদত্যাগ না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় নমিনীর নিযুক্তি বৈধ নয়। সে অনুযায়ী জগদ্বিন্দু সান্যালের প্রতিনিধিত্ব বৈধ হতে পারে না। এবং তাঁর উপস্থিতিতে কমিটি কোন সিদ্ধান্ত নিলে তাও কার্যকরী হতে পারে না বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

ব্যারেজ স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ঘেরাও (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যারেজ কর্মীদের ৩২ জন ছেলেমেয়েকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়নি। অন্যদিকে বহিরাগত ২১ জনকে ঐ শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে ছাত্রপরিষদ দাবী করে স্কুল ব্যারেজ কর্মীদের প্রয়োজনে তাই বহিরাগতদের ভর্তি বন্ধ করে এদের সুযোগ দিতে হবে। এই দাবী নিয়ে ছাত্রপরিষদ গত ২০ মে সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রিন্সিপ্যালকে ঘেরাও করে রাখেন।

আখ্যা পেল পুলিশ প্রশাসন (১ম পৃষ্ঠার পর)

মৃগাঙ্কবাবু জানান বহরমপুরের দুই ঠিকাদারকে যে অর্ডার ইস্যু করা হয় তা ৩১/৩/৯৭ পর্যন্ত বৈধ ছিল। সেই অর্ডার সীটে হাসপাতালের অব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের যে দর উল্লেখ ছিল তাতে ঐ ঠিকাদার সেলাইনের খালি ভাঙ্গা বোতল কুড়ি পয়সা প্রতি কেজি হিসাবে নিতে পারেন, গোটা বোতল তিনি নিতে পারেন না। এছাড়া নিয়মানুযায়ী হাসপাতালের কনডেমড্ মাল বিক্রির পূর্বে একটি বোর্ড মিটিং হওয়ার কথা, যাতে এস ডি এম ও, চেয়ারম্যান, সি এম ও এইচের প্রতিনিধি একজন ডাক্তার ও একজন নার্সেস সুপার বা মেট্রন উপস্থিত থাকবেন। তাঁরাই কনডেমড্ মাল নির্দ্ধারণ করেন। সেখান থেকে একটি তালিকা তৈরী করে তা সি এম ও এইচকে জানাতে হয়। এসব কিছুই হয়নি। এছাড়া অর্ডারে আরও উল্লেখ থাকে যে টাকা একমাত্র ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে বা চেকে জমা হবে। ষ্টোরকীপারের ক্যাশ জমা নেওয়ার কোন এক্তিয়ার নাই। ক্যাশ একমাত্র হাসপাতালের ক্যাশিয়ার বা ওয়ার্ড মাষ্টারই মানি রিসিপট্ দিয়ে জমা নিতে পারেন বলে মৃগাঙ্কবাবু জানান। তবে এত সব রেনিয়ম হলেও ঘটনার দিন রাতে সিপিএমের দলীয় কর্মী নেতাদের সামনেই কেন মাল ভর্তি ট্রাক, ষ্টোরকীপার, এস ডি এম ও, ঠিকাদার ছাড়া পেয়ে গেলেন ; পরদিন সকালে পুলিশ কেন হাসপাতালে সিলকরা ঘরের সিল ভেঙ্গে দিয়ে এল—আমাদের প্রতিবেদকের এসব প্রশ্নের জবাবে মৃগাঙ্কবাবু মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসক স্বপন মাইতিকে দোষারোপ করেন। তিনি বলেন, আমাদের অভিযোগটি তারা আদৌ খতিয়ে দেখেননি। তবে দলীয় কর্মীদের সেদিনের ভুল স্বীকার করে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু বলেন, আমি সেদিন রাতে থানায় উপস্থিত থাকলে ট্রাকটি আটকিয়ে দিতাম এবং কেউ ছাড়া পেত না। এই ঘটনায় কেউ না কেউ দোষী, অথচ পুলিশ কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি। এর বিরুদ্ধে সিপিএম কেন আন্দোলন করছে না প্রশ্ন করলে শ্রী ভট্টাচার্য্য জানান, এ ব্যাপারে হাসপাতালের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ তদন্ত করছে। ভবিষ্যতে হাসপাতালের যে কোন দুর্নীতিতে সিপিএম আন্দোলন করবে। ঘটনার দিন ষ্টোরকীপার কাশীরাম দাসের উপর যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এবং একজন কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারী দোষী প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেই পুলিশ যেভাবে জনতার চাপে তাঁকে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে আসে তার তীব্র নিন্দা করেন মৃগাঙ্কবাবু। কোন মানুষকে আক্রমণের লক্ষ্য না করে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক দল হাসপাতালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সিপিএমকে পাশে পেতে চায়, তবে সিপিএম অবশ্যই তাদের সঙ্গী হবে বলেও মৃগাঙ্ক জানান। অন্যদিকে হাসপাতালের ডক্টরস্ এ্যাসোসিয়েশন এই ঘটনার নিন্দা করে তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি এবং হাসপাতালের ডাক্তারদের নিরাপত্তা ও কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের দাবী জানান সি এম ও এইচের কাছে। এছাড়া গত ২৯ মে ঘটনার তদন্তে এখানে এসে পুলিশ সুপার গৌরব দত্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ষ্টোরকীপার কাশীরাম দাসের সঙ্গে একান্তে দেখা করেন। সুপার কাশীবাবুকে এফ আই আর-এ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের টি আই প্যারেডে চিনতে পারবেন কিনা প্রশ্ন করলে কাশীবাবু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, দোষী ব্যক্তিরা অনেকেই আমার সহকর্মী। এছাড়া বাকী যারা আছেন তাদের টি আই প্যারেডে কেন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে—যেখানেই রাখবেন সেখান থেকেই চিনতে পারবো। কাশীবাবু যে অফিস প্রসিডিওর মেনে ঠিকাদারকে মাল দিচ্ছিলেন তা সঠিক ছিল কিনা এস পি প্রশ্ন করলে কাশীবাবু পাল্টা শ্রীদত্তকেই নাকি প্রশ্ন করেন, "আপনি কি ঠিক প্রসিডিওর ঘটনার দিন মেনে ছিলেন ?" এছাড়া তিনি সেদিন নিয়মমাফিক কাজ করে-ছিলেন কিনা, সে ব্যাপারে হাসপাতালের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অবশ্যই দেখতে পারেন—অন্য কেউ নয় বলে কাশীবাবু জানান। তবে দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতিতেই ঠিকাদার হাসপাতাল থেকে কনডেমড্ মাল নিয়ে গেলেও এবং হাসপাতালের অ্যাডভাইসরি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েও মৃগাঙ্কবাবু পূর্বে কেন এ ব্যাপারে সোচ্চার হননি—সে প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তবে হাসপাতালের ডাক্তাররা রোগীদের এক্স-রে এবং বিভিন্ন প্যাথোলজিক্যাল টেষ্টের ব্যাপারে হাসপাতালের বাইরে করানোর পরামর্শ দেন একথা স্বীকার করে মৃগাঙ্কবাবু ডাক্তারদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গত ৪ জুন সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির সদস্যরা ঘটনার নিন্দা করে প্রধানতঃ পুলিশ ও সিপিএমের তীব্র সমালোচনা করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা শহরে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রার্থনা করে কমিটির পক্ষে আর এস পির প্রদীপ নন্দী, ফঃ ব্লকের গৌতম রুদ্র, বিজেপির চিত্ত মুখার্জী ও সিপিআই-এর বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া ঐ দিন ৪ জুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবীতে জয়েন্ট কাউন্সিলের এক ধিক্কার মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।